কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বইয়ের আলমারিতে মায়ের লোকসংস্কৃতির বইগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে স্কুলজীবন থেকেই বিষয়টির প্রতি কৌতূহল তৈরি হয়েছিল আমার। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন বিশেষ পত্র হিসেবে লোকসংস্কৃতি পড়বার সুযোগ পেলাম সেই কৌতূহল পরিণত হল ভালোবাসায়। জাদু-দুনিয়ার সঙ্গে সেখানেই আমার সম্যক পরিচয়। এই একবিংশ শতাব্দীর জীবনচর্যাতেও অতি পরিচিত নানান বিষয়ের মধ্যে যখন জাদুর জীবাশ্মকৃত রূপগুলি খুঁজে পেতে শুরু করলাম, অদ্ভূত এক আকর্ষণ তৈরি হল বিষয়টির প্রতি। সেখান থেকেই জাদুবিশ্বাসকে নিয়ে গবেষণা করার সিদ্ধান্ত।

এ ব্যাপারে প্রথমেই বলতে হয় লোকসংস্কৃতির অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তী এবং নৃতত্ত্বের অধ্যাপক সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। বিষয়টির নির্বাচনে তাঁরা আমায় প্রথম থেকেই উৎসাহ দিয়েছেন। গবেষণার কাজ শুরু হবার আগেই জাদু নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় ঋদ্ধ হয়েছি আমি। বিষয় সম্পর্কিত নানান বইয়ের খোঁজ খবরও পেয়েছি তাঁদের কাছে।

আসামে এসে টের পেয়েছিলাম, বাড়ি ও পরিবার ছেড়ে একা থাকা কত কঠিন। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটা মুহূর্তে পাশে পেয়েছি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেলা দাসকে। ওনার সস্নেহ প্রশ্রয়ে দরকারে অদরকারে ওনার ওপর উৎপাতও করেছি প্রচুর।

আমার গবেষণাপত্রের তত্ত্বাবধায়ক আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শান্তনু সরকার। এই ক'বছর ধরে আমার গবেষণাপত্রটি তৈরির পাশাপাশি উনিও যেন ধৈর্যের পরীক্ষা

দিয়েছেন। একই লেখা বারবার পরিবর্তন সংযোজন বিয়োজন করতে গিয়ে মাঝে মধ্যে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলেও, তিলমাত্র বিরক্ত হননি তিনি। প্রতিবার হাসিমুখে পাতার পর পাতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংশোধন করেছেন। সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে, পাঠবিচার পদ্ধতি সম্পর্কে, বাক্যগঠন, এমনকি শব্দনির্বাচনের বিষয়গুলোও হাতে ধরে শেখানোর চেষ্টা করেছেন আদ্যোন্ত। সর্বোপরি ওনার বন্ধুসুলভ ব্যবহার, মানসিক উদারতা এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞান ও চর্চার পরিধি গবেষণা কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে আমায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

ধন্যবাদ জানাতে চাই ঔপন্যাসিক সাধন চট্টোপাধ্যায় ও সৈকত রক্ষিতকে। গবেষণার বিষয় ও তাঁদের উপন্যাস নিয়ে আলোচনার জন্য নিজেদের মূল্যবান সময় তাঁরা আমায় দিয়েছেন।

হাওড়া কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, হাওড়া সজ্ঘ পাঠাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নানান তথ্য ও গ্রন্থ সরবরাহ করে আমায় সাহায্য করেছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যাপক সিদ্ধার্থ সেনের কথা। সেই কলেজ জীবনের শুরু থেকে যাঁর নিরন্তর অনুপ্রেরণা, সাহচর্য, স্নেহ ও ভালোবাসা না পেলে হয়তো আজ এদ্দূর এগোনোটাই সম্ভব হতো না। তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর স্পর্ধা আমার নেই।

বাড়িতে ফেলে আসা বই, খাতা, ডায়েরি খুঁজে খুঁজে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো আমায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য উত্যক্ত করেছি মাকে। বাবা আমার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে না নিলে নিশ্চিন্তে এতদিন বাড়ির বাইরে থাকা সম্ভব হতো না। বোনের অবিরাম তাগিদ আর ধাক্কাধাক্কিতে শৈথিল্য ছেড়ে নড়েচড়ে বসেছি বারবার, এগিয়েছে গবেষণার কাজ। আর, এই দীর্ঘ কাজের একঘেঁয়েমি ও ক্লান্তির মধ্যে নতুন উদ্যম এনে দিয়েছে পরিবারের ক্ষুদে সদস্যরা—'The most powerful anti depressant has four paws and purrs!'

এছাড়াও, গবেষণার দীর্ঘ সময়টিতে আরো অনেকের সাহায্য পেয়েছি নানাভাবে, তাদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা রইল। সন্দর্ভটিকে নির্ভুল করে তোলার সযত্ন প্রয়াসের পরেও মুদ্রণজনিত প্রমাদ রয়ে গেছে অনেক ক্ষেত্রে, অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

মৈত্রী দাস

বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

সূচিপত্র:

ভূমিকা	০৭
প্রথম অধ্যায় : জাদু: উদ্ভব, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিভাগ ও বিকাশ	১২
দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে জাদুবিশ্বাসের প্রতিবিম্বন	৪৩
তৃতীয় অধ্যায় : আধুনিকতা ও জাদুবিশ্বাস	৬২
চতুর্থ অধ্যায় : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাসে জাদুবিশ্বাসের পরিগ্রহণ	৬৬
পঞ্চম অধ্যায়: বিংশ শতাব্দী (প্রথমার্ধ)-এর উপন্যাস ও জাদুবিশ্বাস: পরিবর্তনের বয়ান	৯৮
ষষ্ঠ অধ্যায় : উপনিবেশোত্তর চেতনা ও জাদুবিশ্বাস	১১৬
সপ্তম অধ্যায় : জাদুবিশ্বাসের পরিগ্রহণের রূপান্তর: বিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও একবিংশ শতাব্দীর উপন্যাস	১২৫
উপসংহার	২৬৪
গ্রন্থপঞ্জি	২৮০

ভূমিকা

'Magic is a word that describes the inner nature of the beings that make up the universe-the spiritual part of all things. The spirit forms a hidden dimension to the ordinary. Everyday world that we inhabit. Most of the time we are unaware of it (hence magic often being called "the occult"- literally "concealed") and when something uncanny happens, we tend to put it down to coincidence. What we call coincidence today would be interpreted very differently by people of cultures other than our own, or by people from varying times in the past. Unfortunately, magic is often used as a derogatory term used to encompass all that orthodox religion disapproves of or prohibits and is therefore frequently viewed in negative terms.'[১]

- Susan Greenwood

সভ্যতার আদিমপর্বে প্রাকৃতিক কার্য-কারণের জটিল সূত্রগুলো না জেনে অলৌকিক শক্তিধরের কল্পনা আর তারপর সেই শক্তিধরকে প্রভাবিত করে কার্যগুলির নিয়ন্ত্রণ করতে বিশেষ কিছু ক্রিয়া—সমস্ত রকম প্রতিকূলতাকে অনুকূলে আনবার প্রাণপণ প্রচেষ্টায় জাদুকে নিজের সঙ্গী করে নিয়েছিল মানুষ।

বিশ্বসাহিত্যের আদিম পর্যায় থেকেই এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাহিনিতে বারবার উঠে এসেছে জাদুপ্রসঙ্গ। বাংলা সাহিত্যেও তাই। আদিমতম নিদর্শন চর্যাপদ থেকে আধুনিক উপন্যাস—সমসাময়িক সমাজ ও সামাজিকের সাহিত্যিক রূপায়ণ করতে গিয়ে জাদুবিশ্বাসকে এড়িয়ে যেতে পারেননি লেখকরা। কিন্তু প্রাগাধুনিকে যে রূপে পাওয়া যায়, আধুনিক উপন্যাসে তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপিত হয়েছে জাদুবিশ্বাস।

মাঝের পথটিতে অনেক বাঁক বদল ঘটেছে; আর সেই অনুযায়ী বাঁকে বাঁকে রূপান্তরিত হয়েছে জাদুবিশ্বাসকে উপস্থাপন করবার ভঙ্গিটি।

ইংরেজদের সংস্পর্শে আসবার পর থেকে বাঙালির জীবন ও যাপন নানান দিক দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে ঔপনিবেশিক-আধুনিকতা আর উত্তর-ঔপনিবেশিকতার দ্বারা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, জাতীয়তাবোধ, বিজ্ঞানবাদ ইত্যাদি ঔপনিবেশিক-আধুনিকতার প্রভাবে বাঙালিও একসময় নিজের জাতিগত পরিচয় খুঁজতে গড়ে তুলেছিল 'প্রভু'দের সদৃশ ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন ইত্যাদি। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রভুদের মতো তাদের ঔপনিবেশিকতা-জারিত ইতিহাস, ভূগোল, দর্শনও যে সাংস্কৃতিকভাবে জাতিটাকে শোষণ করতে থাকে, তা তাত্ত্বিকভাবে সকলের সামনে তুলে ধরল উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ। ঔপনিবেশিক প্রভাবে গড়ে ওঠা সমস্ত কাঠামোটাকেই নতুনভাবে বিনির্মাণের কথা বলা হল সেখানে। উদাহরণ দিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্যের মাধ্যমে কীভাবে একটা জাতি ঔপনিবেশিক প্রভুদের কাছ থেকে রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন হয়েও সাংস্কৃতিক ও মননগতভাবে আজও পরাধীন হয়ে রয়েছে; ঔপনিবেশিক কাঠামোকে অস্বীকার করতে গিয়ে এখনো কোথায় কোথায় কীভাবে কীভাবে ঔপনিবেশিকতার দ্বারা জাতিটি প্রভাবিত। এই উদ্যম বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস-মাধ্যমেও বিপ্লব ঘটালো। ঔপনিবেশিক বাচনভঙ্গিকে, ঔপনিবেশিক বিষয়নির্বাচনকে, ঔপনিবেশিক ন্যায়নীতিকে—অর্থাৎ সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক কাঠামোটাতেই আঘাত করা হলো সেখানে।

প্রতিরোধের সেই অসংখ্য হাতিয়ারের মধ্যে শুধুমাত্র জাদুবিশ্বাসকেই তুলে আনা হয়েছে এই গবেষণাপত্রের বিষয় হিসেবে। নির্বাচিত কিছু উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে জাদুবিশ্বাস উপস্থাপনের রূপান্তরের সেই পথরেখটি খুঁজে দেখার একটা প্রচেষ্টা। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে একবিংশ শতক—বিস্তৃত এই সময়পর্বে ঔপন্যাসিক ও উপন্যাসের সংখ্যা ভূরি ভূরি। তার মধ্যে মাত্র দশ জন ঔপন্যাসিক ও তাঁদের মোট একান্নটি উপন্যাসকে নির্বাচন করা হয়েছে এখানে। ঊনবিংশে—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বিংশের প্রথমার্ধে—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিংশের দ্বিতীয়ার্ধ এবং একবিংশে—অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র, নবারুণ ভট্টাচার্য, সাধন চট্টোপাধ্যায় ও সৈকত রক্ষিত। বিশেষভাবে এই কয়েকজনকে বেছে নেওয়ার কারণ—এঁদের উপন্যাসগুলি পর্যালোচনা করলেই উপন্যাসে জাদুবিশ্বাস উপস্থাপনের রূপান্তররেখটি স্পষ্ট হয়ে যায়। সেখানে জাদুবিশ্বাস কারো লেখনীতে ঔপনিবেশিক-আধুনিকতার প্রভাবে, আবার কারো লেখনীতে ঔপনিবেশিকতার বিরোধে উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এমনকি, অতীত ঐতিহ্য ও ঔপনিবেশিক-আধুনিকতার যুগ্ম প্রভাবে প্রভাবিত ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে একই সঙ্গে জাদুবিশ্বাস ও জাদুবিশ্বাসবিরোধিতার সহাবস্থান ঘটেছে। কখনো বা ঔপন্যাসিক একই উপন্যাসে একই সঙ্গে জাদুবিশ্বাসকে ঔপনিবেশিক-আধুনিকতাকে মান্যতা দিতে, আবার ঔপনিবেশিক কাঠামোকে অস্বীকার করতেও উপস্থাপিত করেছেন।

গবেষণা-বিষয়টিকে মাথায় রেখে, মোট সাতটি অধ্যায়ে এই সন্দর্ভটি সাজানো হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে জাদু নিয়ে আলোচনা। জাদু কাকে বলে, মানব সমাজে জাদু এল কীভাবে—এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পর অনুশীলিত জাদুগুলিকে কয়েকটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে বিভাজিত করে জাদুর ধরণ-ধারণটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর এসেছে জাদু থেকে ধর্ম আর জাদু থেকে বিজ্ঞানে উত্তরণের প্রাথমিক পর্যায়টি। এককথায়, জাদুর সামগ্রিক পরিচয়টি খুব সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে এখানে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, চর্যাপদ থেকে অন্নদামঙ্গল—প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে সংস্পর্শমূলক, অনুকৃতিমূলক, শুভকারী, অশুভকারী, ধ্বনাত্মক, ঋণাত্মক জাদুর প্রয়োগগত দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে জাদুবিশ্বাসের ওপর আধুনিকতার প্রভাব। ঊনবিংশে ঔপনিবেশিক প্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি জাদুবিশ্বাসে ঐকান্তিক নির্ভরশীলতা থেকে যখন ধীরে ধীরে সরে আসতে থাকল, দিনবদলের পর্বে সেসময় তৈরি হল অদ্ভুত এক দোলাচলতা। যুক্তি বুদ্ধিতে ভর করে তারা জাদুবিশ্বাসের বায়বীয় জগৎ ছেড়ে বাস্তবে পা রাখতে চাইল, কিন্তু মনের মধ্যে রয়ে গেল জাদুর কার্যক্ষমতার প্রতি চোরাটানটা। এই

বিশেষ পর্বটির দিকেই আলোকপাত করা হয়েছে এই অংশে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ঊনবিংশ শতকের উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস ঘেঁটে জাদুবিশ্বাস ও আধুনিকতার পারস্পরিক ধাক্কাধাক্কির চিত্রতাকেই ধরে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লালিত জাদুবিশ্বাসের প্রতি দুর্বলতা এবং আধুনিকতার উদগ্র আকর্ষণের মাঝে পড়ে উপন্যাসিকদ্বয়ের দোলাচল ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি নির্বাচিত উপন্যাস। জাদুবিশ্বাস থেকে বিজ্ঞানবাদের দিকে যাওয়ার এ সময়পর্বটি গুরুত্বপূর্ণ। বিভূতিভূষণের জাদুবিশ্বাসের দুনিয়া এবং মানিকের বিজ্ঞানবাদের দুনিয়ার ঠিক মাঝখানের উত্তরণের পথটি তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে উত্তর ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জাদুবিশ্বাসকে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে জাদুবিশ্বাস ব্যবহৃত হয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতিরোধে শোষিত শক্তির হাতিয়ার হিসেবে।

সপ্তম অধ্যায়ে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও একবিংশ শতকের পাঁচ জন ঔপন্যাসিকের নির্বাচিত কয়েকটি উপন্যাস—অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র, নবারুণ ভট্টাচার্য, সাধন চট্টোপাধ্যায় ও সৈকত রক্ষিত। কোনো উপন্যাসে জাদুবিশ্বাস প্রতিস্থাপিত হয়েছে বিজ্ঞানবাদ দিয়ে, কোনো উপন্যাসে জাদুবিশ্বাস থেকে বিজ্ঞানবাদে পৌঁছনোর কাঁচা রাস্তাটা সবেমাত্র তৈরি হচ্ছে, কোনো উপন্যাসে আবার জাদুবিশ্বাস ব্যবহৃত হয়েছে উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনায় জারিত হয়ে।

এই গবেষণা সন্দর্ভটিতে সাতটি অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে, প্রাগাধুনিক সেই সাহিত্য থেকে একবিংশ শতাব্দীর উপন্যাস—জাদুবিশ্বাসের উপস্থাপনভঙ্গিই যেন তুলে ধরেছে মধ্যবর্তী সময়পর্বটিতে ঠিক কোন্ কোন্ হার্ডল, ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে আসতে হয়েছে বাংলার মানুষকে। তার যাত্রাপথের প্রত্যেকটি মোড় ধারণ করে বয়ে নিয়ে চলেছে তার সাহিত্য।

উল্লেখ্য, এই গবেষণাপত্রটিতে সাহিত্য থেকে তুলে আনা প্রতিটি উদাহরণে কেবলমাত্র জাদুর চর্চাগত দিকটিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দু'একটি উদাহরণ উল্লেখ করে, বাকি উদাহরণগুলির শুধুমাত্র পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দেশিত। জাদুর তত্ত্বগত দিকটি উহ্যই রাখা হয়েছে এখানে।

তথ্যসূত্র:

১. Greenwood, Susan. *The Encyclopedia of Magic & Witchcraft, Hermes House,* Wingston, 2011, p-10